সামবেদীয় দশসংস্কার

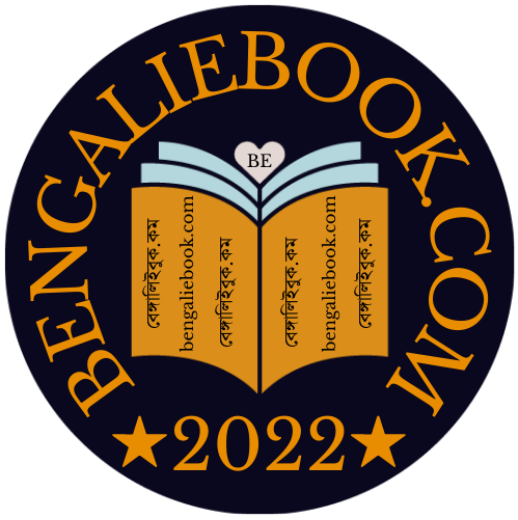

সূচিপত্র

সামবেদীয় গর্ভধারন.....2
সামবেদীয় পুংসবন.....6
সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়নং.....10
সামবেদীয় শোষ্যন্তীকর্ম.....14
সামবেদীয় জাতকর্ম.....16
সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ.....19
সামবেদীয় নামকরণ.....22
সামবেদীয় কুমারস্য পৌষ্টিক কর্ম্ম.....26
সামবেদীয় অন্নপ্রাশন.....27
সামবেদীয় পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ কর্ম্ম.....29
সামবেদীয় চূড়াকরণ.....31
দ্বাদশোহধ্যায় – উপনয়নম্.....35

সামবেদীয় গর্ভধারন

ঋতুস্নানাতে নিষেকদিনে সায়ংসন্ধ্যা সমতীত হইলে শুভ লগ্নে পতি পবিত্র হইয়া (আচমন এবং) স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মূলের লিখিত "আদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে" ইত্যাদি বাক্য সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে পতি সুগন্ধলিপ্ত ও সুবেশ হইয়া সূর্যদেবতাকে নবসংখ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবে। "ওঁ বিশ্বস্মা বিশ্বতঃ কর্ত্তা" ইত্যাদি যে নয়টি মন্ত্র লিখিত আছে, সেই নয়টি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যথাক্রমে নয়টি অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। তদনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্টা বধুর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়ে তদীয় স্কন্ধোপরিদেশ হইতে দক্ষিণ হস্ত অবতরণ করত শিশ্ন স্পর্শ পূর্ব্বক 'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণু ত্বষ্টৃ-প্রজাপতিধাতরো দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।" এই মন্ত্র পাঠ কইবে।১।

পরে পুনরায় উপস্থ স্পর্শ পূর্ব্বক মূলের লিখিত "প্রজাপতির্ঋষি" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।২।।

তৎপরে বধুর নাভিদেশে সুবর্ণ স্পর্শ করাইয়া "ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং সুপোত্রোৎপত্তিহেতবে। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পতি বধুর নাভিপদ্ম স্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে" অর্থাৎ হে সুব্রতে! তুমি দীর্ঘায়ু ও বংশধর পুত্র প্রসব কর, এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তদনন্তর যথাযথ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য সংশোধিত করিয়া (২) পতিপুত্রবতী নারী দ্বারা বা বিপ্রাবলক দ্বারা বধূকে তাহা পান

করাইবে। যৎকালে উহা পান করিবে, তখন বধূ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সেবন করিবে। তৎপরে পতি ভার্য্যাতে উপগত হইবে।

ইতি সামবেদীয় গর্ভাধান।

টীকা–ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। অনুষ্টু বিয়ং গর্ভাধানে বিনিযুক্তা। বিশ্বাদয়ো দেবতাঃ তে ইতি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। বে বধু তে তব যোনিং গর্ভস্থানং বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ কল্পয়তু প্রসবসমার্থ করোতু। ত্বষ্টা চ দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু প্রকাশয়তু। পিষ সংচূর্ণনার্থোপ্যত্র প্রকাশনে বর্ত্ততে। কিঞ্চ প্রজাপতিস্তামেব যোনিং যাবন্মাত্রেণ বীজন গর্ভো ভবতি তাবন্মাত্রমেব যোনিং যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভো ভবতি তাবন্মাত্রমেব প্রক্ষেপয়ত্বিত্যররথঃ। কিঞ্চ ধাতা আদিত্যঃ তে তব গর্ভং পুত্রার্থং দধাতু ধারয়তু।।১।।
ওঁ গর্ভয় দেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভয় তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। সিনীবাল্যদয়ো দেবতাঃ পূর্ব্বোক্তা অত্র অমাবস্যা সিনীবালী সা প্রার্থতে। হে ভগবতি সিনীবালী অস্যাং বধ্বাং গর্ভং ধেহি ধারয়। বন্ধ্যতামপনয়। হে সরস্বতি গর্ভং ধেহি।

---

(১) আর্য্য-মনীষিগণ বিশেষরূপ পর্যালোচনা করিয়াই আমাদিগের দেশে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক অনভিজ্ঞ মূর্খেরা স্বীয় অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল পরমহিতকর সংস্কারগুলির বিলোপ করিতে উদ্‌যোগী হইতেছে। মনে কর, যেমন চিত্রকর প্রথমতঃ স্থূলভাবে একটি ছবি অঙ্কন

করিয়া পুনঃ পুনঃ তুলিকার চালনা করিলে সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসমন্বিত ও পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধানে সংস্কারক্রিয়ার ভূয়ঃ প্রয়োগ হইলে মানবদেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণ উন্মেষ হইয়া উঠে। এই জন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে অর্থাৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কারদ্বারাই দ্বিজ হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার-কার্য্যগুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। দেহে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বদাই বিধেয়। সংস্কারকার্য্য সাধারণতঃ দশবিধ; ১. গর্ভাধান, ২. পুংসবন, ৩. সীমন্তোন্নয়ন, ৪. জাতকর্ম্ম, ৫. নামকরণ, ৬. অন্নপ্রাশন, ৭. চূড়াকরণ, ৮. উপনয়ন, ৯. সমাবর্ত্তন, ১০. বিবাহ। এই সংস্কারদশটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;– ১. গার্ভসংস্কার, ২. শৈশব সংস্কার, ৩. কৈশোর সংস্কার, ৪. যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটিকে গার্ভসংস্কার, দ্বিতীয় তিনটিকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটিকে কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থটিকে যৌবনসংস্কার কহে। গর্ভাধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্ত্বগুণের উৎকর্ষসাধন। সেই মহোচ্চ উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই আর্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে স্থির করিলেন যে, জনক-জননী-দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাহাই সন্তানে সংক্রমিত হয়। ইহা স্থির করিয়া গর্ভাধান, গর্ভগ্রহণযোগ্যতা ও তদুপযুক্ত সময় নিরূপণ করত সন্তানোৎপত্তিকালেও যাহাতে জনক-জননীর মন পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই হেতুই আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূলের মধ্যে যে "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় লিখিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই গর্ভাধানসংস্কারের মহোচ্চ অভিপ্রায় ও পবিত্রভাব উপলব্দি হইবে। উহার ভাবার্থা এই যে, গর্ভাধানসময়ে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,– "সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন্; দেবশিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন্, যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন্,; আদিত্যদেব পুত্রার্থ তোমার গর্ভরক্ষা করুন্। হে ভবগতি সিনীবালি! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে

সরস্বতি! তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ ইহার বন্ধ্যত্ব অপনোদন কর। যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগন দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়নম্র, সত্ত্বগুণবান্, নারীবিভূষণস্বরূপ, সম্পদ্‌যুক্ত ও আত্মানন্দময় হয়, সেই গদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন্।" এই প্রকার আনন্দময় পবিত্র, উচ্চ, শুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সঞ্জাত সন্ততি যে দিব্যভাবযুক্ত ও সর্ব্বস্যলক্ষণে সুলক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে সকল ব্যক্তি এই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের, মহোচ্চ কবিত্বের, শাস্ত্রের নিগূঢ় তথ্য, সর্ব্বের সর্ব্বাত্মকতাপ্রতীতি এই সকলের সমবেত সমাবেশ দর্শনে বিস্মিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে চাহি না। তবে যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবে, তাঁহাদিগকে জানাই যে, তাঁহারা যেন কদাচ ভ্রমেও নিজ নিজ কূলে গর্ভাধানাদি সংস্কারের লোপ না করেন।

(২) পঞ্চগব্য–গোময়, গোমূত্র, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ।

সামবেদীয় পুংসবন

প্রথম গর্ভের তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে শুভদিনে প্রাতঃকালে পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চন্দ্রনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজাপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে। পরে কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমভাগে স্বীয় দক্ষিণদিকে উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে হোম করত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। মূলের লিখিত "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিযোগঃ ওঁ ভূঃস্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয়। তদন্তরপতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বধূর পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তদীয় দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে এবং "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিযোগঃ। ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে।।" অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইঁহারাও পুরুষ, সুতরাং তোমার গর্ভেও পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।১।

অপর পুংসবনার্থ বটবৃক্ষের পূর্ব্বোক্তরশাখাস্থিত ফলদ্বয়যুক্তা, কৃমি কর্ত্তৃক অনুপহত করিবে। যব ও মাষকলায়ের গুড়কত্রয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। সপ্ত মন্ত্রের ঋষ্যাদি সাধারন অর্থাৎ "প্রজাপতির্ঋষিঃ সোমবরুণবসুরুদ্রাদিত্যমরুদ্বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যাগ্রোধশুঙ্গাপতি ক্রমণে বিনিয়োগঃ" ইহাই ঋষ্যাদি জানিবে। "হে বটশুঙ্গে, তুমি যদি সোমদেবতাকা হও, তবে তোমাকে ওষধিপতি চন্দ্রমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছিএ। (১)। যদি তুমি বরুণদেবতাকা হও, তবে বরুণরাজার নিকট হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (২)। যদি

তুমি বসুগণদেবতাকা হও, তবে তোমাকে বসুগণসকাশ হইতে গ্রহণ করিতেছি। (৩)। যদি তুমি রুদ্রদেবতাকা হও, তাহা হইলে রুদ্রগণ-সকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৪)। যদি তুমি আদিত্যদেবতাকা হও, তবে আদিত্যগনসকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৫)। যদি তুমি মরুদ্দেবতাকা হও, তবে মরুদগণসকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৬)। যদি তুমি বিশ্বেদেবদেবতাকা হও, তবে বিশ্বেদেবগণ-সকাশ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (৭)। এই সপ্তমন্ত্রদ্বারা বটশুঙ্গা আনয়ন করিবে। ২।

অনন্তর "প্রজাপতির্ঋষিরোষধয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধয়ঃ সুমনসোহস্যাং বীর্য্যং সমাধত্তু ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "হে ওষধিগণ! তোমার প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই ক্রীত বটশুঙ্গাতে সামর্থ অর্পণ কর; যেহেতু ইহা পুংসবন কর্ম্ম সমাহিত করিবে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়ে বৃক্ষ হইতে বটশুঙ্গা আহরণ করিবে। ৩।

পরে ঐ বটশুঙ্গা তৃণবেষ্টিতা করিতা শূন্যে রাখিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী নারো অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ যথাচারে কৃতশোভন নামক অগ্নির উত্তর দিকে প্রক্ষালিত শিলাতলে নীহারজল দ্বারা লোষ্ট্রযোগ্রে ঐ বটশুঙ্গা পুনঃ পুনঃ পেষণ করিবে। পরে অগ্নির পশ্চিম ভাগে উদগগ্রকুশোপরি পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা বধূকে পূর্ব্বদিগানতমস্তকা করিয়া পতি তৎপৃষ্ঠভাবে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বস্ত্রবদ্ধ পেষিত বটশুঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই গর্ভবতী বধূর দক্ষিণনাসারন্ধে সেই বটশুঙ্গারস নিক্ষেপ করিবে। "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নিন্দ্রবৃহস্পতিতয়ো দেবতা ন্যাগ্রোধশুঙ্গারসদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্‌দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "অগ্নি পুরুষ, ইন্দ্র পুরুষ, বৃহস্পতিদেবও পুরুষ; তুমিও তদ্রুপ

বুদ্ধিবিভবসদৃশ পুত্র লাভ কর এবং সেই জাত পুত্রের পরে অন্য পুত্রও জন্ম গ্রহণ করুক” এই মন্ত্রআপ্টহ পূর্ব্বক বটশুঙ্গারস নিক্ষেপ করিতে হয়। ৪।

তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে হোম করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে।

ইতি সামবেদীয় পুংসবন।

————————————-

* গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারকে পুংসবন কহে। এই সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। গর্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইবার অনেক সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয় মাসের দশদিনের মধ্যেই পুংসবনসংস্কার নির্ব্বাহের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুংসবন শব্দে পুত্র সন্তানের উৎপত্তি। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র হইবে কি পুত্রী হইবে, চতুর্থমাসের মধ্যে তাহা অবধারণ করা যায় না; বিশেষতঃ সকলদেশীয়া স্ত্রীলোকেই কন্যা অপেক্ষা অধিকপরিমানণে পুত্র কামনা করেন। এই জন্যই পুংসবন-সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হয়। কারণ এই সংস্কারে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা শুনিবামাত্র গার্ভণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং গর্ভপোষণের শক্তি যেন পুনরায় সমুদ্ভূত

হইতে থাকে। সেই মন্ত্র উপরে মূলে লিখিত আছে, অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারযুগল পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইঁহারাও পুরুষ, তোমার গর্ভে পুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছে।" পতি যখন ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া যে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বর্সিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে এবং সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ যে মহাফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন পুংসবন সংস্কারে ফলদ্বয়যুক্ত বটশুঙ্গা মাষকলায় ও যবের সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুকাঁইকার বা নাসাতে তদ্রসনিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। যদিও আমরা বিশেষ না জানি, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যে যে গর্ভরক্ষার বিশেষ শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে বটফল দ্বারা যোনিদোষ বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে পুংসবন সংস্কার নির্ব্বাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়নং

প্রথমগর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার সম্পাদন করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই সকল সংস্কারক্রিয়াগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়ম হেতু তত্তদনুসারেই কর্ত্তব্য। যদি দৈবাৎ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম নির্ব্বাহিত না হয়, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নদিবসে শাট্যায়নহোমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমতঃ পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাধা করত সঙ্কল্প করিবে। "ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিত দোষ প্রশমন শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়" এই বাক্য সঙ্কল্প করিয়া যথাবৎ শাট্যায়ন হোম করিবে। অনন্তর যথোক্ত গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক প্রাতঃ কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিম দিকে স্বীয় দক্ষিণভাগে উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে হোম করতঃ মহাব্যাহৃতিহোম সম্পাদন করিবে। "প্রজাপরির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিযোগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। তৎপরে পতি বধূর পৃষ্ঠভাগে পূর্ব্বাভিমুখে থাকিয়া একবৃন্তস্থিত পক্ক উড়ুম্বর-ফলদ্বয় পট্টসূত্রাদি দ্বারা গাঁথিয়া আচারানুসারে তৎসহ সূর্বর্ণদিগঠিত বাসুদেবপাদদ্বয়, যদপ্রতিকৃতি এবং নিম্ব, সর্ষপ, ভল্লাতক, বচ প্রভৃতি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা উড়ুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ ঊর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সুয়তাং রয়িং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "হে কল্যাণি! তুমি ঊর্জ্জম্বল উড়ুম্বর তরু হইতেও ঊর্জ্জম্বলফলসমন্বিতা হও। হে বনস্পতে! যেরূপ পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি

জন্মে, সেইরূপ এই বধূতে পুত্ররূপ মহাধন সঞ্জাত হউক্।” এই মন্ত্র পড়িয়া বধূর কণ্ঠদেশে উহা লম্বিত করিয়া দিবে। ১।।

অনন্তর কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া “প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ।” এই মন্ত্র দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। পরে পুনরায় কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া “প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণীক্ছন্দ বায়ুর্দেবতা দ্ররভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ।” এই মন্ত্রে পূর্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছও কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া “প্রজাপতির্ঋষিররনুষ্টু পছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্ব।” এই মন্ত্রে পূর্ববং সীমন্ত উন্নীত করিয়া পূর্বের ন্যায় কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। অনন্তর শরকাষ্টিকা লইয়া “প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদৃষ্টিং কৃণোমি” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “প্রজাপতি কশ্যপ যে শর দ্বারা দেবজননী অদিতির সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শর দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীমন্তোন্নয়ন করত ইঁহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে স্বীয় স্বীয় জরাবস্থা যাবৎ দীর্ঘজীবী করিতেছি।” এই মন্ত্র পড়িয়া শর দ্বারা সমস্ত উন্নীত করত শর যথাবৎ স্থাপন করিবে।।২।।

তদনন্তর পতি সূত্রপূর্ণ নলিকা লইয়া তদ্বারা পূর্ববং সীমন্ত উন্নীত করত সেই নলিকা পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিবে। . “প্রজাপতিঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাক দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুভী হবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মন সীব্যত্বয়ঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়ুমুখ্যং” এই মন্ত্রে অর্থাৎ “আমি

শোভনস্তুতি দ্বারা শোভনাঙ্গ পৌর্ণমাসীকে আহবান করিতেছি। (১) তিনি আমাদিগের শোভনবাণী শ্রবণ পূর্বক অবধারণ করুন, অচ্ছিদ্যমান সূচিক্রিয়া দ্বারা পুত্র-পৌত্রাদি উৎপাদনকর্ম্ম অনুস্যূত করুন এবং ভূরিদাতা একটি পুত্র সমর্পণ করুন।“ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ সীমন্ত উন্নীত করবে।।৩।।

তৎপরে ত্রিশ্বেতা শললী লইয়া উক্তপ্রকারে সীমন্তোন্নয়ন করত বললী স্থাপন করিতে হয়। “প্রজাপতিঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাক দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতঃ সুপেশসো যাভর্দ্দাসি দাশুষে বসুনি তাভির্নোহদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে রনাণা।“ এই মন্ত্রে শললী দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই যে—হে পৌর্ণমাসি! তুমি তোমার যে শোভনমতি দ্বারা যজমানকে ঐশ্বর্য্য, সমন্বিত করিয়া থাক, সেই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অদ্য প্রফুল্ল চিত্তে আমাদিগের সন্নিহিত হও। হে সুভগে! আমাদিগকে সহস্রপোষী পুত্র সমর্পণ কর।।৪।।

অবশেষে পতি উপরিদত্ত ঘৃতবিশিষ্ট, তিলতণ্ডুলমাষযুক্ত কৃষররূপ স্থালীপাক অর্থাৎ সঘৃত চরু দেখাইয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “কি দেখিতেছ?” তখন পত্নী সেই চরু দর্শন করিলে তাহাকে “প্রজাপতিঋষিঃ স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশুন সৌভাগ্যং মহৎ দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন অর্থাৎ পত্নী বলিবেন যে, আমি প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি) দেখিতেছি, পশু (গো-মহিষাদি) সৌভাগ্য দেখিতেছি এবং মদীয় পতির দীর্ঘজীবন দর্শন করিতেছি।।৫।।

তদনন্তর মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন পূর্বক সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য

কর্ম্ম সমাপন করত কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । পরে পতিপুত্রবতী নারীগণ বধূকে বেদীর উপরে উত্থাপিত করিয়া কলসবারি দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং বন্ধুকে কহিবেন, "তুমি বীরপ্রসবিনী হও, জীববৎসা হও, জীবপতিকী হও।" অবশেষে গর্ভিণী সেই কৃষর ভোজন করিবেন।

ইতি সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন।

————————

* গর্ভাবস্থায় তৃতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারটিও গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গর্ভ গ্রহণের ছয় হইতে ৮ মাসের মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভব, এই জন্য গর্ভগ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মূল ক্রিয়াটি গর্ভণীর সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর তৎপরে প্রসবযাবৎ অনুলেপনাদিতে অনুলিপ্তা, মাল্যাদিধারিণী, শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃতা বা পতিগামিনী হয়েন না। পুংসবনের পর শুভলক্ষণে এই সংস্কারটি সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও চরুপাকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্বামী একবৃন্তস্থ পরিপক্ক যজ্ঞডুম্বদ্বয় ও অন্যান্য কতিপয় মাঙ্গল্য দ্রব্য গর্ভিণীর গলে পট্টসূত্রযোগে লম্বিত করত যে মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন, তাহা পর্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, এমন প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধক, সুদূরদৃষ্টিপ্রদায়ক পবিত্র কার্য্য বোধ হয় আর নাই; সুতরাং এ সংস্কার আমাদের দেষ হইতে বিলুপ্ত হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয়।

(১)পুর্ব্বে গর্ভাধানসংস্কারকালে অমাবস্যার অন্তর্গত শশিকলার আবাহন হইয়াছিল, অধুনা গর্ভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে রাকা পৌণমাসীর আহ্বান হইতেছে।

সামবেদীয় শোষ্যন্তীকর্ম

আসন্ন প্রসবা বধূর মুখপ্রসবার্থ শোষ্যন্তী হোম করা কর্ত্তব্য। পতি কৃতস্নান হইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ শোষ্যন্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়" এই বাক্যে সংকল্প করিয়া পুর্ব্ববৎ অগ্নিস্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্বক প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষ্‌িরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোম বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা।" এই মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। তদনন্তর উপরি মূলের লিখিত দুইটী মন্ত্রে শোষ্যন্তী হোম করিবে অর্থাৎ যে দেদেবতা শুভকর্মকরণসময়ে শুভফলবিঘাতকারিণী ও বাঞ্ছিতফলবিঘাতকর্ত্রী বলিয়া মন্যমান হন, আমি আজ্যাহুতি দ্বারা সেই দেবতাকে পূজা করি, তিনি তোমার পক্ষে ইষ্টফলদাত্রী হউন। ১।

এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় মন্ত্রে অর্থাৎ বিপশ্চিৎ (দেববিশেষ) শিশুর পুচ্ছ (শিশ্ন) হরণ করিয়াছেন, প্রজাপতি সেই হৃত পুচ্ছ পুনরায় আনয়ন করিয়াছেন; অতএব । হে বিপশ্চিৎ ! তুমিই শ্রেষ্ঠ । তুমি এই শোষ্যন্তীহোমকর্ম্মে সন্নিহিত হও ; যেহেতু অমুকনামা পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই মন্ত্রে দ্বিতীয় হোম করিবে। ২।

মন্ত্রমধ্যে "অসৌ" এই শব্দ স্থানে ভবিষ্যৎ পুত্রের হৃদয়নিহিত নাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। "অমুকশর্ম্মণাম্ স্বাহা" এই বাক্যে হোম করিবে। তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া

প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যয়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। ।

ইতি শোষ্যন্তীকর্ম্ম সমাপ্ত ।

সামবেদীয় জাতকর্ম

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা "নাভিচ্ছেদন করিও না, স্তন্য দিও না" এই বলিয়া স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী অথবা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রক্ষালিত শিলাতলে অনাবৃত্ত লোষ্ট্রযোগে পিষ্ট ব্রীহিযবচূর্ণ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতিঋষিরন্নং দেবতা ব্রীহিযবচুর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত; তোমার ঐ সকল লাভ হউক্।" এই মন্ত্র পাঠ করির কুমারের জিহ্বা মার্জন করিবে।১।

অনন্তর তদ্রুপ স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট ঘৃত লইয়া "ওঁ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো মিত্রাবরুণাগ্ন্যশ্বিনো দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দধাতু তে। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "মিত্রাবরুণ দেবতাযুগল তোমাকে মেধা প্রদান করুন, অগ্নি তোমাকে মেধা প্রদান করুন এবং পদ্মমাল্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববং কুমারের জিহ্বা মার্জনা করিবে । ২।

তৎপরে পুনর্ব্বার পূর্ববৎ স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত লইয়া "প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধা ময়াশিষং স্বাহা। " এই মন্ত্রে অর্থাৎ "বৃহস্পতি ইন্দ্রের বিচিত্ররূপ প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার বাঞ্ছিতার্থসাধক ও মেধাদাতা, তাঁহার নিকটেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে মেধা সমর্পণ করুন।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ কুমারের জিহ্বা মার্জন বা স্পর্শ করিবে। ৩। +

তৎপরে "নাভিচ্ছেদন কর, স্তন্য দেও" এই কথা বলিয়া পিতা পুনর্ব্বার স্নান সম্পাদন করিবেন।

ইতি সামবেদীয় জাতকর্ম্ম সমাপ্ত ।

———————

* শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারকে জাতকর্ম্ম কহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়। এই সংস্কারের কার্য এই যে, পি্তা প্রথমতঃ যব ও ব্রীহিচূর্ণ দ্বারা পরে স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এক ঘৃত গ্রহণ পূর্বক সদ্যোজাত সন্তনের জিহা স্পর্শ করিয়া থাকেন। তৎকালে যে মন্ত্র উচ্চর্য্য হয়, তাহার প্রকৃত মন্ত্র উচ্চার্য্য হয়, তাহার প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের আবশ্যকতা ও পবিত্র ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ।

+ এই যে মন্ত্র কথিত হইল, সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটী বৈদিক বা সুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরম বিকাশ হইতেছে। শেষভাগ হইতে জনক, জননী ও গোষ্ঠ-সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিলেন যে, বিপ্রসন্তানের পক্ষে ধন প্রভৃতির জন্য; প্রার্থনা নাই ; অধিকন্তু আয়ুর নিমিত্ত প্রার্থনাও একবারমাত্র ; কিন্তু মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সুতরাং বিপ্রসন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া উচিত, তাহার সূচনা এই প্রথম সংস্কার হইতেই উপলব্ধি হইতেছে । আরও দেখ, এই সংস্কারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত এবং যব ও ব্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিয়ম নিদিষ্ট আছে। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃতের যে বহুবিধ গুণ, তাহা আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদেই দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিস্কার হয় এবং উহা রক্তের উর্দ্ধগতিত্ব-দোষ বিনাশ করে। ঘৃত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সংস্কারে প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত ও মধু সন্তানের জিহাতে স্পৃষ্ট হুইয়া

থাকে। মধুতেও বহুবিধ গুণ বিদ্যমান আছে। মধু দ্বারা পিত্তকোষের ক্রিযা বর্দ্ধিত হয়; মুখে লালার সঞ্চার হয় এবং কফ-দোষের দমন হইয়া থাকে। সদ্যোজাত সন্তানের পক্ষে এই সকল দ্রব্য যে কতদূর উপকারী, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রসবযন্ত্রণাবশতঃ সদ্যোজাত সন্তানের শোণিত ঊর্দ্ধগামী হয়, দেহে কফাধিক্য জন্মে এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে একরূপ কৃষ্ণমলের সঞ্চার হয়। যদি সেই মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে অশেষবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভব। স্বর্ণঘৃষ্ট মধু ও ঘৃত জিহ্বায় প্রদান করিলে উপরোক্ত দোষসমূহের বিদূরণ হয় এবং সন্তানের রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ

অনুবাদ–সন্তানের জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথিতে পিতা প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইয়া সায়ংসন্ধ্যা অতীত হইলে চন্দ্রাভিমুখে করপুটে অবস্থিতি করিবেন। মাতা কুমারকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্বক দক্ষিণ দিকে পতির বামপার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উত্তরশির কুমারকে তৎপিতার হস্তে প্রদান করিবেন। তৎপরে মাত্রা, পতির পৃষ্ঠ ভাগে উত্তরদিকে গমন পূর্বক চন্দ্রাভিমুখী হইয়া ভর্তা দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। অনন্তর পিতা মুলের লিখি ঋষ্যাদি সহ মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবেন। অর্থাৎ “হে চন্দ্র! ত্বদী অতি শীতল আলোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দ অন্তর্ম্মধ্যে আত্মার স্থান নিহিত রহিয়াছে। আমি সে ব্রহ্মকে অবগত আছি এবং সম্মাননা করি। আমি যেন পুঞ্জ সম্বন্ধীয় কোনরূপ অঘ প্রাপ্ত না হই।১।

যাহা পুথিবী অমৃত এবং দ্যুলোকে চন্দ্রমধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা অবগত আছি। আমি যেন পুত্রসম্বন্ধীয় কোনরূপ ব্যসন প্রাপ্ত না হই।২।

হে ইন্দ্র! হে অগ্নে! আপনারা উভয়ে আমার সন্তানের কল্যাণ বিধান করুন। আপনারা লোকপাল। যেন আমার কুমার জননী সহ অবস্থিত থাকিয়া কোন প্রকার বিপদাপন্ন না হয়।৩।

এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রত্রয় জপ করিয়া কুমারকে চন্দ্র দেখাইতে হয়। তদনন্তর পিতা চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। “হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! হে অত্রিনেত্রোদ্ভব!

হে শশাঙ্ক! আপনি রোহিণী সহ আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্থ প্রদান করিতে হয়। অনন্তর পিতা ঊর্ধ্বপর শুক্লপক্ষত্রয়ে তৃতীয়া তিথিতে সাংসন্ধ্যাকালে চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক প্রজাপতি ঋষিরষ্ট ছন্দশ্চন্দ্রো দেব কুমার চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদশ্চমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং। তদহ বিঙ্গান্ত পশহং পৌত্রমঘং রুদং।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে অর্থাৎ "চন্দ্রের অভ্যন্তরে যে কৃষ্ণবর্ণ লাঞ্ছন আছে, তাহা পৃথিবীর হৃদয়েও নিহিত রহিয়াছে; উহা আমি অবগত আছি এবং দর্শন করিতেছি। পুত্রসম্বন্ধীয় শোক নিবন্ধন যেন আমাকে ক্রন্দন করিতে না হয়।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।** তূষ্ণীভাবেও দুইবার জলাঞ্জলি দিতে হয়। তৎপরে বামদেব্যগান পূর্বক কল্যাণাধারণ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবে। এই নিষ্ক্রমণকর্ম্মাঙ্গভূত উদীচ্য কর্ম্ম পত্নীপুত্রোপাদান বিরহ হইলেও প্রবাসী পিতা করিতে পারেন।

ইতি সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ।

———-

* দশবিধ সংস্কার ভিন্ন নিষ্ক্রমণ নামে আরও একটী শৈশব সংস্কার আছে। জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই ইহা কর্তব্য। প্রথমবারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সহকায় ইহা সম্পন্ন করিতে হয়; তদনন্তর সন্তানের একবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া যাবৎ প্রত্যেক শুক্লা তৃতীয়া রাতে করণীয়।

** এই সংস্কারে যে কয়টী মন্ত্রের উল্লেখ হইল, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা আপনার জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, অধিকন্তু ইহাতে আত্মার বিভুত্ব, পুত্রার্থ পিতার আন্তরিক ব্যাকুল প্রভৃতিই প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে এই সংস্কারটাকে মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা অন্যান্য, সংস্কারের ন্যায় গৌরবান্বিতও নহে। ইহা এক প্রকার পুষ্টিসাধক সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

সামবেদীয় নামকরণ

অনুবাদ–ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশরাত্রি গত হইলে, অথবা শত রাত্রি অতীত হইলে কিম্বা বৎসর পূর্ণ হইলে নামকরণের ব্যবস্থা আছে। তথাপি লৌকিকাচার বশতঃ দ্বাদশাহে, একাধিকশত রাত্রে বা জন্মদিনেও নামকরণ করিতে পারে** এই সংস্কারে প্রথমতঃ পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে পার্থিবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষ জপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন ফরিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মুলের লিখিত মন্ত্রে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তৎপরে মাতা কুমারকে বিশুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পতির দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া উত্তরশিরা কুমারকে তৎপিতৃহস্তে অর্পণ করিবে। তদনন্তর মাত্রা পতির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরদিকে গমন করিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরা কুশোপরি প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবেশন করিবে। পরে পিতা "ওঁ প্রজাপয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয় কুমারের জন্মতিথি দেবতা-হোম ও জন্মনক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়। দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে "ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে; তৃতীয়া তিথিতে হইলে "ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা"; চতুর্থীতে হইলে "ওঁ চতুর্থৈ স্বাহা ওঁ যমায়। স্বাহা"; পঞ্চমীতে হইলে "ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা"; ষষ্ঠীতে হইলে "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা"; সপ্তমীতে হইলে "ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা"; অষ্টমীতে হইলে "ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা নবমীতে হইলে "ওঁ নমে স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা"; দশমীতে হইলে "ওঁ দশমৈ স্বাহা ওঁ ধর্মীয় স্বাহা"; একাদশীতে হইলে "ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা"; দ্বাদশীতে হইলে "ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রবিভ্য স্বাহা; এয়োদশীতে হইলে "ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ কামায় স্বাহা"; চতুর্দশীতে হইলে "ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ

স্বাহা ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা"; পঞ্চদশীতে হইলে "ওঁ পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা" এবং পৌর্ণমাসীতে জন্ম হইলে "ও পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্তয় নক্ষত্রহোম করিতে হয়। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। রোহিণীতে জন্ম হইলে "ও রোহিণীভ্যঃ স্বাহা ওঁ প্রজাপহয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে; মৃগশিরাতে হইলে "ও মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা; আর্দ্রাতে হইলে "ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা"; পুনর্ব্বসুতে হইলে "ওঁ পুনর্ব্বসুবে স্বাহা ওঁ অদিতয়ে স্বাহা"; পুষ্যাতে হইলে "ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতমে স্বাহা"; অশ্লেষাতে হইলে "ও অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ সর্পেভঃ স্বাহা"; মঘাতে হইলে "ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভা, স্বাহা"; পূর্বফনীতে হইলে "ও পূর্ব্বফনীভ্যাং স্বাহা ওঁ ডগায় স্বাহা"; উত্তরফনীতে হইলে "ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অর্য্যম্নে স্বাহা"; হস্তাতে হইলে "ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিত্রে স্বাহা"; চিত্রাতে হইলে "ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্টে স্বাহা"; স্বাতীতে হইলে "ও স্বাত্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা"; বিশাখাতে হইলে "বিশাখাভ্যঃ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা"; অনুরাধাতে হইলে "ও অনুরাধাভঃ স্বাহা ওঁ মিত্রায় স্বাহা"; জ্যেষ্ঠাতে হইলে "ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা"; মুলাতে হইলে "ও মূলায়ৈ স্বাহা ওঁ নৈঋতায় স্বাহা;" পূর্বাষাঢ়াতে হইলে "ও পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা ও অদ্ভ্য স্বাহা"; উত্তরাষাঢ়াতে হইলে "ওঁ উত্তরাষাঢ়াঃ স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যা দেবেভ্য স্বাহা"; শ্রবণাতে হইলে "ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা"; ধনিষ্ঠাতে হইলে "ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা"; শতভিষায় হইলে "ও শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা"; পূর্ব্বভাদ্রপদে হইলে "ওঁ পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অজৈকপাদায় স্বাহা"; উত্তরভাদ্রপদে হইলে "ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অহিব্রধ্নায় স্বাহা"; রেবতীতে হইলে "ওঁ রেবত্যৈ স্বাহা ওঁ পূষ্ণে স্বাহা"; অশ্বিনীতে হইলে "ওঁ অশ্বিন্যৈ স্বাহা ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্বাহা"; এবং ভরণীনক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ ভরণ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। অনন্ত্রীর দুইটি ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করত সেই প্রদীপদ্বয়ে কুমারের দুইটি নাম কল্পনা করিয়া যে প্রদীপটি

প্রজ্বলিত হইবে, সেই নাম নির্দ্দেশ করিবে। পরে পিতা কুমারের মুখ, নাসিকা, নেত্র ও শ্রোত্র স্পর্শ পূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরহর্পতির্দ্দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোহসিকতমোহমোহ মৃতস্যাস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ। প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যে দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যে পরিদদাতু। রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রে ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্য। পরিদত্তামর্ফমাসাল্কা মাসেত্যঃ পরিদদাতু মাসাস্ত্বররত্তুভ্যঃ পরিদদাতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদাতু। সম্বৎসরস্থায় যে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ। এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিবে অর্থাৎ "তুমি কে? তুমি কোন্ জাতীয়? এই যে তুমি, তুমি অবিনাশ্য। তুমি সূর্যসম্বন্ধীয় মাসে প্রবেশ কর, হে অমুক! সূর্য্য তোমাকে দিন হইতে দিনে অর্পণ করান। দিন রাত্রিতে অর্পণ করান! অহর্নিশি অর্ধমাসে অর্পণ করান! অর্ধমাস পূর্ণমাসে, মাস ঋতুতে, ঋতু সম্বৎসরে এবং সম্বৎসর জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ণায়ুতে প্রবেশ করান। ১-২। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। *** কুমারের নাম সম্বোধন করিয়া অর্থাৎ অমুকদেবশর্ম্মন বলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। তদনন্তর পিতা কুমারের মাতার বাম কর্ণে "এই শ্রীঅমুকদেবশর্মা তোমার পুত্র" এই কথা বলিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে "তুমি অমুকদেবশর্মা" এই কথা কহিবেন। পরে কুমারকে জননীক্রোড়ে দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম সাধন পূর্ব্বক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বাসদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরিশেষে কর্ম্মকারষিতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ দিতে হয়।

ইতি সমবেদীয় নামকরণ সমাপ্ত।

———-

* শৈশবসংস্কার কয়টির মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারকেই নামকরণ কহে। পিতা কর্তৃক জাত সন্তানের যে নাম রাখা হয়, তাহারই নাম নামকরণ। এই সংস্কার দ্বারা পিতা মাতার মনে সন্তানপালন সম্বন্ধে অবশ্যই শুভফল ফলে সংশয় নাই।

** সচরাচর এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, আঁতুড়ে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশই দশরাত্রির মধ্যে মারা গিয়া থাকে। এই কারণেই দশ রাত্রির পর নামকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নামকরণ হইলে সেই সম্বন্ধে চিত্তের একরূপ দার্ঢ্য জন্মে। নবজাত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটাই একরূপ অবলম্বনস্বরূপ হয়। সুতরাং প্রথম দশদিবসের মধ্যে নাম রাখা কর্তব্য নহে। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ করিতে দেখা যায়। ইহাও, শাস্ত্রীয় বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণ, শৈশবমৃত্যু আমাদিগের দেশে আজিকালি অতীব প্রবল। এ অবস্থায় দশ রাত্রিতে বা শত রাত্রি গতে নামকরণ না করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় করাই যুক্তিযুক্ত।

*** এই মন্ত্রদ্বয়ের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা দ্বারা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া সন্তানের রক্ষণসম্বন্ধে যে কিরূপ সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া, যাপন করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল। ইহাতে জনক-জননীর হৃদয়ে সন্তানরক্ষণসম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুভফল ঘটিবে সংশয় নাই। পরন্তু ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সন্তানের নিজের পক্ষে কি হইল? তাহার উত্তর এই যে, উহার জাতিভ্রংশকর দোষের অপনয়ন হইল অর্থাৎ যে দোষ বশতঃ জাতি বা েধগম্য না হয়, সেই দোষ বিদুরিত হইল। কেননা, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা নামের পরে দেবশর্মা, ক্ষত্রিয়ের ত্রাতৃবর্ম্মা, বৈশ্যেরা ভুতি গুপ্ত বা দাস এবং শূদ্রেরা দাস শব্দ প্রয়োগ করিবে।

সামবেদীয় কুমারস্য পৌষ্টিক কর্ম্ম

অনুবাদ–সন্তান জন্মগ্রহণের পর সম্বৎসর পর্যন্ত মাসে মাসে জন্মতিথিতে অথবা পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে পিতা কৃতস্নান হইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া বরদ নামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ ভূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। তৎপরে "ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা" ও দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা" "ওঁ বিশ্বেতভা দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই তিন মন্ত্রে তিনটী আহুতি দিতে হয়। অনন্তর নামকরণোক্তক্রমবিপর্য্যয়ানুসারে জন্মতিথি-দেবতার উদ্দেশে এবং নক্ষত্র-দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। প্রথমে তিথিদেবতায়ৈ বলিয়া পরে তিথয়ে উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে হয় এবং প্রথমে নক্ষত্র-দেবতার হোম করিয়া পরে নক্ষত্রের হোম করিবে। অর্থাৎ যদি প্রতিপদে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ প্রতিপদে স্বাহা" এই বলিয়া এবং কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ ক্বত্তিকাভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। এই রূপেই আহুতি দিবে। তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তৃষ্ণাভাবে অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত-কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যাঙ্গন-হোমাদিবামদেব্যানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরিশেষে কর্ম্মকারয়িত্-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি সামবেদীয় পৌষ্টিক কর্ম্ম।

সামবেদীয় অন্নপ্রাশন

অনুবাদ।–পুত্র-সন্তানের পক্ষে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং কন্যা-সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভ দিনে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাধা পূর্বক শুচি নামক অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ-জন্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি। হোম করিবে। মহাব্যাহৃতি হোমের মন্ত্র মূলে লিখিত আছে। পরে "প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছল আদিত্যো দেবতা পুরুষধিপত্য কামস্য চতুষ্পথেহগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগ ওঁ অন্নং বৈকচ্ছস্যমন্নং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, "অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই অখিল ভূতকে রক্ষা করে। অনুযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যসমন্বিত ব্যক্তিগণই শ্রী; তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়োচন অর্থাৎ সূর্যদের অন্ন দ্বারা আধিপত্য অর্পণ করুন। যাবতীয় অন্নরসের শ্রেষ্ঠ ধৃত এবং তিনিই তেজঃ ও সম্পৎ, আমি তদিচ্ছায় হোম করিতেছি।" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্মসাধারণ শাট্যায়ন, হোমাদি বামদেবগানা উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করত "প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছলোহগ্নপতির্দেব কুমারস্যান্ন প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতেহস্য নো ধেহ্যনমীরস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতার তার্ষ উজ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্থাৎ "অন্নপতি সূর্য্য আরোগ্য প্রদ ও অগ্নিবর্ধক অন্নবল সমর্পণ করুন এবং অন্নদাতাকে পরিত্রাণ করুন। আমাদিগকে চতুষ্পদাবস্থায় অর্থাৎ যুগ্মকভাবে এবং দ্বিপদাবস্থায় অর্থাৎ অযুগ্মভাবে কল্যাণ বিধান করুন।" এই মন্ত্রে কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করিবে। তদনন্তর কর্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়।

ইতি সামবেদীয় অন্নপ্রাশন সমাপ্ত।

———————

* শৈশবস্থার তৃতীয় সংস্কারকেই অন্নপ্রাশন কহে। পুত্র সন্তান হইলে ছয় মাসে বা আট মাসে এবং কন্যা সন্তান হইলে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার করণীয়। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর সঙ্কীকরণ-দোষের অপনোদন হয়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার-রাহিত্যই সঙ্করীকরণ-দোষের লক্ষণ। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমাদিগের দেশে। এখন এই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তাহার অভাবে অন্য ব্যক্তি খাওয়াইবে; কিন্তু পিতা মাত নহেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশে গোষ্ঠীপতি দ্বিজাতিরা দৌহিত্র সন্তানের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্বকই এই রীতি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে।

সামবেদীয় পুত্রমুর্দ্ধাভিঘ্রাণ কর্ম্ম

অনুবাদ–চিরপ্রবাস হইতে আগত পিতা পবিত্রভাবে পূর্বাভিখমু হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে মস্তক ধারণ পূর্বক "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা পুত্রস্য মূদ্ধানমুপ, সংগৃহ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংশ্রবসি হৃদয়াদধি জায়সে। প্রাণং তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং।" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র জপ করিবে অর্থাৎ "হে পুত্র! তুমি আমার মস্তক গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ হইতে সংশ্রুত হইয়াছ; তুমি আমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। আমি প্রাণ দ্বারা তোমার প্রাণনায় কে সতত অবিচ্ছিন্ন করিতেছি, তুমি শত বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাক। ১।" "হে পুত্র! তুমি আমার গ্রীবাদি সমস্ত অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি বেদস্বরূপ, তুমিই পুত্রনামা, তুমি শতবর্ষজীবী হও। ২।" "হে পুত্র! তুমি পাষাণস্বরূপ দৃঢ় অর্থাৎ নির্ব্যাধি হও, তুমি কুঠারবৎ ছেদক হও অর্থাৎ কাহারও ছেদ্য হইও না, তুমি বিশুদ্ধ স্বর্ণস্বরূপ হও, তুমি আমার আত্মস্বরূপ, যেন তোমার মৃত্যু হয় না, তুমি শতবর্ষ যাবৎ জীবন ধারণ কর। ৩।" এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর পিতা "হে পুত্র! আমি পশুবৎ হুঙ্কার দ্বারা অর্থাৎ ধেনু প্রভৃতি পশুরা বন হইতে আগত হইয়া যেরূপ স্বীয় বৎসগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আঘ্রাণ করে, সেইরূপ তোমাকেও আঘ্রাণ করিতেছি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে। ৪। মূল মন্ত্রমধ্যে যে "অসৌ" পদ আছে, তথায় সম্বোধনন্ত পুত্রনাম প্রয়োগ করিতে হয়। অনন্তর বামদেবগানান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যদি পিতা প্রবাসে না থাকেন, গৃহেই অবস্থান করেন এবং পুত্রও "আমার পিতা ইনি" এইরূপ অবগত থাকে, তথাপি এই কর্ম্ম করিবে। যথাকালে না হইলে উপনয়নানন্তর এই কর্ম্ম। সম্পাদন করিতে হয়।

ইতি পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণকর্ম্ম সমাপ্ত।

———

* পুত্রমূর্দাভিফঘ্রাণকর্ম্ম আর কিছুই নহে, পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহাধিক্য প্রকাশ মাত্র। পিতা প্রবাস হইতে আসিয়া কিরূপ স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

সামবেদীয় চূড়াকরণ

অনুবাদ।–কুলাচারানুসারে প্রথম বৎসরে, অথবা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ করণীয়। প্রথমতঃ পিতা প্রাতঃকালে স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক সত্যনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন করত অগ্নির দক্ষিণে একবিংশতি কুশগুচ্ছ সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একত্র করিয়া কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং উষ্ণোদকসহিত কাংস্যপাত্র, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ বা লৌহরহস্ত নাপিতকে; অগ্নির উত্তরদিকে বৃষগোময় ও তিল-তণ্ডুল মাষসিদ্ধ কৃষর আর অগ্নির সম্মুখভাগে মিশ্রিত ব্রীহি যবরিত পাত্রত্রয় ও মিশ্রিত তিল তণ্ডুলমাষপূরিত পাত্র স্থাপন করিবে। মাতা কুমারকে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে পতির বামপার্শ্বে উত্তরা কুশোপরি প্রাঙ্খুখী হইয়া উপবেশন করিবেন। অনন্তর পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতক্ত সমিধ্ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। উক্ত হোমের মন্ত্র মূলের মধ্যে লিখিত আছে। তদনন্তর পিতা গাত্রোত্থান পূর্বক কুমারের জননীর পশ্চিমে অবস্থান করত ক্ষুরহস্ত নাপিতকে দর্শন করিয়া তাহাকে সবিতৃরূপ ধ্যানে “হে কুমার! এই নাপিতরূপী সবিতৃদেব ক্ষুরহস্তে আগমন করিয়াছেন।” এই মন্ত্র জপ করিবেন। ১। পরে কাংস্যপিত্রস্থি উষ্ণোদকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বায় কে ধ্যান করত “হে বায়ো! তুমিও গৃহীত উষ্ণোদক দ্বারা কুমারের মস্তক অভিষেকার্থ আগমন কর” এই মন্ত্র জপ করিবে। ২। অনন্তর দক্ষিণহস্তগৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণোদক দ্বারা “হে কুমার! বায়ু দ্বারা আনীত জলসমূহ জীবনাথ তোমাকে ক্লিন্ন করুন।” এই মন্ত্র দ্বারা কপুষ্টিকা(২) ক্লিন্ন করিবে। ৩। তৎপরে তাম্রক্ষুর অথবা তদভাবে দর্পণ দেখাইয়া এই মন্ত্র জপ করিরে যে, “হে ক্ষুর! তুমি বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ।”৪। তদনন্তর কুশবদ্ধ সপ্ত দর্ভগুচ্ছ লইয়া পূর্বোক্ত ক্লিন্ন-দক্ষিণ-কপুষ্টিকাদেশে “হে দর্ভ! তুমি

এই কুমারকে রক্ষা কর” এই মন্ত্রে উর্দ্ধমূলভাবে সেই ভিগুচ্ছ কেশে বন্ধন করিবে। ৫। পরে বামহস্ত-গৃহীতদর্ভগুচ্ছসহিতকপুষ্টিকাদেশে দক্ষিণ হস্ত-গৃহীত তাম্রক্ষুর অথবা তদভাবে দর্পণ স্থাপন করিবে। “হে ক্ষুর! এই কুমারকে হিংসা করিও না” এই মন্ত্রে ক্ষুর স্থাপন করিবে। ৬। তৎপরে কেশচ্ছেদ না হয়, এরূপ ভাবে তার বা দর্পণ সেই কপুষ্টিকাদেশে প্রেরণ করিতে হয়। যে সুধিতি অথবা ক্ষুরের দ্বারা পূষা সূর্য্যদেব) বৃহস্পতির কেশমুণ্ডন (কিরণজাল সংযত করিয়া ছিলেন, যে সুধিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের (মেঘবাহনের) কেশমুণ্ডন (মেঘপনয়ন) করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই সুধিতি দ্বারা ত্বদীয় কেশ মুণ্ডন করিতেছি, স্বদীয় আয়ু, বল ও তেজ পরিবর্ধিত হউক” এই মন্ত্র দ্বারা প্রেরণ করিবে। ৭। অনন্তর দুইবার তূষ্ণীভারে ক্ষুর প্রেরণ করিতে হয়। তৎপরে লৌহক্ষুর দ্বারা কপুষ্টিকাদেশস্থিত কেশ ছেদন করিয়া আচারানুসারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রবৃত-পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ-হস্ত-গৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণোদক দ্বারা মূলের লিখিত মন্ত্রে পূর্ববৎ কপুচ্ছলদেশ(৩) ক্লিন্ন করিবে। পরে তাম্রক্ষুর বা অদভাবে দর্পণ দেখিয়া মূলের লিখিত মন্ত্র জপ; তৎপরে কুশবন্ধ সপ্তদর্ভপিঞ্জলী লইয়া যথাযথ মন্ত্রে ক্লিনকপুচ্ছলদেশে উহা উর্দ্ধমূলভাবে স্থাপন; পরে যথাযথ মন্ত্রে বাম হস্ত-গৃহীত দর্ভগুচ্ছ-সহিত-কপুচ্ছলদেশে দক্ষিণ-হস্ত গৃহীত তাম্রক্ষুর বা তদভাবে দর্পণ স্থাপন; অবশেষে কেশচ্ছেদ না হয় এরূপ ভাবে তাক্ষুর বা দর্পণ সেইকপুচ্ছলদেশে মূলের লিখিত মন্ত্রে চালনা করিবে। পরে দুইবার তূষ্ণীভাবে চালনা করিতে হয়। অনন্তর লৌহক্ষুর দ্বারা কপুচ্ছলস্থ কেশ ছেদন পূর্ব্বক আচারানুসারে দর্ভগুচ্ছ সহ বালমিত্রাদি-ধৃত-পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর বামকপুষ্টিকা-প্লাবনাদি-চ্ছেদন পূর্ব্বক বৃষগোময়োপরি কেশনিক্ষেপ যাবৎ সর্ব্বকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করণীয়। পরে করদ্বয় দ্বারা কুমারের মস্তক ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে যে, যমদগ্নির আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা মধ্যখগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ, উদয়, ভোগ, অন্ত) তুমি প্রাপ্ত হও; কশ্যপঋষির

আয়ুত্রিতর অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা, (অথবা উত্তরখগোলস্থ নক্ষত্র বিশেষের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অত) তুমি প্রাপ্ত হও; অগস্ত্য ঋষির আয়ুতিয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা, দক্ষিণখগোলস্থ নক্ষত্রবিশেষের উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও; ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের আয়ুতিয় অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, জরা (অথবা দ্যুতিশীল নক্ষত্রসমূহের আয়ুত্রিতয় অর্থাৎ উদয়, ভোগ, অস্ত) তুমি প্রাপ্ত হও।৮।(৪) অনন্তর পুষ্পদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া মুণ্ডন পূর্ব্বক সমস্ত কেশ গোময়োপরি স্থাপন করত অরণ্যে বা বংশবিটপে প্রক্ষেপ করিবে। এই সময়েই কর্ণবেধ করণীয়।(৫) তদ-উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। নাপিতকে কৃষর, যব, ধান্য, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি প্রদান করিবে।

ইতি সমবেদীয়-চূড়াকরণ সমাপ্ত।

———

(১) চূড়াকরণ একটী কৈশোর সংস্কার বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইহা বাল্যে নির্বাহ করার রীতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা না হইয়া একেবারে কৈশোরকালেই নির্বাহিত হয়। ইহার মুখ্য কাল একবর্ষ বা তৃতীয় বংদর। কিন্তু পাঁচবৎসর-প্রভৃতি অন্যান্য অযুগ্ম বর্ষেও নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্রীকরণ-দোষের বিদুরণ হয়। কেশমুণ্ডনই ইহার প্রধান কার্য। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহা, নিঃশেষে উন্মলিত করিয়া এই সংস্কার দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারে পাত্রীভূত করা হইয়া থাকে।

(২) কপুষ্টিকা–শিখাস্থান হইতে উভয় পার্শ্বদিকে অধঃশিরের যে অংশ কর্ণয়াভিমুখে গিয়াছে।

(৩) কপুচ্ছল–শিখাস্থানের পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ যে অংশ স্কন্ধের দিকে গিয়াছে।

(৪) এই মন্ত্র গুলির তাৎপর্য চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে এই সংস্কারটী শৈশবকালের বলিয়া ইহাতে ব্যসংস্কারের লক্ষণ যেরূপ স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে, সেরূপ পুরুষসংস্কারের লক্ষণ সুস্পষ্ট নাই; তথাপি শিশুরূপী ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডটী যে বৃহব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ, মন্ত্রাভারে তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তিই লক্ষিত হইতেছে।

(৫) কর্ণবেধতী কোন সংস্কারের মধ্যেই গণ্য নহে। ইহাতে কোন মন্ত্রপাঠও নাই। তবে শাস্ত্রীয় একটী বচন পাওয়া যায় যে, "কর্ণরন্ধ্রে, রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ। তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যৌঘাশ্চ পুরাতনাঃ।" অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রে, সূর্যরশ্মি প্রবিষ্ট না হইলে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্যরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, যদি উচিতরূপে এই কার্যটী নির্বাহ হয়, তাহা হইলেও এক প্রকার পৌষ্টিককর্মের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় ও যুক্তিতে বর্ষপরিমিত বয়ঃক্রমের মধ্যে এইটী নির্বাহ করিয়া আর চুড়াকরণটাকে তাহার তৃতীয় বর্ষে সম্পাদন পূর্ব্বক সর্বোচ্চ সংস্কার উপনয়নকে নির্ব্বিঘ্ন করা কর্তব্য। আমাদিগের এই মধ্যবাঙ্গালায় উপনয়নের সময় নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া পরে উপনয়ন সংস্কার নির্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ণবেধ করা নিবন্ধন যে ক্ষতাশৌচ হয়, সেটা কেহ গ্রাহ্যই করেন না। "সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্যারম্ভ হইলে কোন অশৌঁচবশতঃ আরব্ধ কর্ম্মের হানি হয় না" এই প্রমাণ দেখাইয়া তাহার উক্ত কার্য নির্বাহ করেন; কিন্তু এটী কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে এবং ভার তের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কর্ণবেধ উপনয়নের অঙ্গীভূত নহে।

দ্বাদশোঽধ্যায় - উপনয়নম্

অনুবাদ – গর্ভাবস্থা হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়সংস্কার করণীয়। (২) কোন কারণে ঐ সময়ে না হইলে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত উপনয়নে অধিকার আছে। তৎপরে সাবিত্রীপতিত হয়, সুতরাং আর উপনয়ন হইতে পারে না। এই সংস্কারে পিতা প্রথমতঃ প্রাতঃকালে কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া স্বয়ং অথবা কোন ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে বরণ করিবেন। পিতার অবর্তমানে মাণবকই বরণ করিবেন। সেই আচার্য্য সমুদ্ভবনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সমাপন পূর্বক মাণবককে অগ্নির উত্তর দিকে লইয়া শিখাসহ মুণ্ডিত, স্নাপিত, কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ক্ষৌমবস্ত্রধারী অথবা তদভাবে শুক্ল অচ্ছিন্ন কার্পাসবস্ত্রাবৃত করত দক্ষিণভাগে রাখিয়া প্রকৃতকর্মারম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করতে হয়। তৎপরে আচার্য্য মূলের লিখিত পঞ্চ মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ "হে অগ্নে! হে ব্রতপতে! (শাস্ত্রীয় নিয়মপালক!) আমি উপনয়ন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে সুখে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব। এই উপনয়নব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি অলীকবচন হইতে পৃথক হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব। হে বায়ো! হে ব্রতপতে। আমি উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে সুখে ঐ ব্রত আচরণ করিতে সমর্থ হইব। এই উপনয়নব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করি, আমি অনৃতবাক্য হইতে পৃথক হইয়া সত্যস্বরূপ তা প্রাপ্ত হইব। হে সূর্য! হে ব্রতপতে। আমি উপনয়নখ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার নিকট জানাইতেছি। আমি ত্বৎ-

প্রসাদে অনায়াসে ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারিব। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যা বচন হইতে পৃথক্ হইব এবং সত্যস্বরূপতা লাভ করিব। হে চন্দ্র! হে ব্রতপতে! আমি উপনয়ন-ব্রতের আচরণ করিব, উহা তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমি তোমার প্রসাদে উহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব, আমি অলীকবচন হইতে পৃথক হইয়া সত্য স্বরূপতা প্রাপ্ত হইব। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ ও ব্রতসমূহের পতি। আমি উপনয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান করিব, তাই তোমার নিকট জানাইতেছি। আমি ত্বৎপ্রসাদে উহা সুখে সমাধা করিতে পারি। এই ব্রত দ্বারা আমি অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব, আমি মিথ্যা বাক্য হইতে পৃথক হইয়া সত্যস্বরূপতা লাভ করিব।” এই পাঁচটী মন্ত্রে পাঁচটা আহুতি দিতে হয়। ১-৫।

আচার্য্য এই প্রকারে আজ্যাহুতি দিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে উদগগ্র কুশপরি কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্বমুখে অবস্থান করিবেন। মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যভাগে করপুটে আচার্য্যাভিমুখ হইয়া উদগঞ্জ কুশোপরি অবস্থিত হইবে। কোন মন্ত্রবান ব্রাহ্মণ মাণবকের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মাণবকের ও আচার্যের অঞ্জলি জল দ্বারা পূরিত করিবেন এবং মাণবক উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিলে আচার্য্য তং প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া “হে অগ্নে! হে বায়ো! হে সূর্য্য! হে চন্দ্র! হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা এই সুন্দর মাণবককে আমার সহিত মিলাইয়া দেও। আমরা যেন উভয়ে পরস্পরের সহিত বিনাবিঘ্নে মিলিত হইতে সমর্থ হই। আমাদিগের সহিত এই ব্রহ্মচারী মুখে বিচরণ করুক্।” এই মন্ত্র জপ করিবেন। ৬। (৩)

পরে গৃহীতোদকাঞ্জলি আচার্য্য জলাঞ্জলি হস্ত মাণবককে “আমি ব্রহ্মচারী (মৈথুনেচ্ছারহিত) হইয়া অবস্থান করিতেছি, সুতরাং আমাকে উপনীত করুন, আপনার নিকটে গ্রহণ করুন” এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ৭। (৪)

তৎপরে আচার্য্য মাণবকের নাম অর্থাৎ "তোমার নাম কি" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন মাণবক দেবতাশ্রয়, গোত্রাশয়, নক্ষত্রাশয় অথবা পূর্বে আচার্য্য কর্তৃক কল্পিত নাম বলিবে। অর্থাৎ "আমার নাম অমুক" এই কথা বলিবে। ৮।

পরে মাণবক ও আচার্য্য গৃহীত জলাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের সাঙ্গুষ্ট দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিবেন। "আমি জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য, স্বাস্থ্যসাধক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং পোষণকারী পূষণ দেবতা, ইঁহাদিগের হস্ত দ্বারা তোমাকে ধারণ করিতেছি", এই মন্ত্রে হস্ত গ্রহণ করিতে হয়। ৯। (৫)

মন্ত্রমধ্যে যে স্থানে "অসৌ" পদ আছে, তথায় সম্বোধনন্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক "হে ব্রহ্মচারিন্! আমি তোমার এই যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, পূর্বে এই হস্ত অগ্নি, সবিতা ও অর্যমা (পিতৃদেব) ধারণ করিয়রছিলেন; অগ্নিই তোমার আচার্য্য, তুমি গুরু-শুশ্রূষণাদি কর্ম্ম দ্বারা আমার প্রিয় ও হিতকারী মিত্র হও" এই মন্ত্র জপ করিবেন। ১০।

পরে আচার্য্য মাণবককে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভ্রামিত করিয়া প্রাঙ্মুখভাবে অবস্থিত করাইবেন; তৎকালে "যাবৎ সূর্যদেবের আবর্তন থাকে, তুমি তাবৎ আমাকে পরিবর্তন পূর্বক অবস্থিত হও" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ১১।

এই মন্ত্রের মধ্যে "অসৌ" স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ পূর্ব্বক অবতারিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের অব্যবহিত

নাভিদেশ (৬) স্পর্শ করিয়া "হে নাভে! তুমি স্বস্থান হইতে বিচলিত হইও না, স্থিরভাবে অবস্থান কর। তুমি দেহধারণ-কারণ-সমূহের গ্রন্থি। হে অন্তক! আমি তোমার হস্তে এই ব্রহ্মচারীকে প্রদান করিলাম" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ১২।

এই মন্ত্রের মধ্যগত "অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। পরে আচার্য্য মানবকের নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্র অর্থাৎ "হে অভূরে! (হে বায়ো!) এইটী আমার, ইহা তোমাকে অর্পণ করিলাম" এই কথা বলিবেন। ১৩।

এই মন্ত্রমধ্যগত "অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয়। তদনন্তর আচার্য্য মণবকের হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক বলিবেন, "হে কৃশানো! (হে অগ্নে!) এইটী আমার, ইহা তোমাকে প্রদান করিলাম।" ১৪।

এই মন্ত্রমধ্যগত "অমুং" স্থলেও দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম উচ্চারণ করিতে হয়। অনন্তর আচার্য্য ক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত কহিবেন, "হে ব্রহ্মচারিণ্! তোমাকে স্রষ্টা প্রজাপতির হস্তে প্রদান করিতেছি।" ১৫।

এই মন্ত্রমধ্যগত "অসৌ" স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। পরে আচার্য্য বাম হস্ত দ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া কহিবেন, "আমি তোমাকে বিতৃ-দেবকে প্রদান করিতেছি। ১৬।"

এই মন্ত্রমথ্যগত "অসৌ" স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিতে হয়। তদনন্তর আচার্য্য "প্রজাপতিঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে

বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ” অর্থাৎ “তুমি ব্রহ্মচারী হইলে” এই মন্ত্রে সম্বোধন করিবেন। ১৭।

এই মন্ত্রমধ্যগত “অসৌ” স্কুলে সম্বোধন মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। তৎপরে আচার্য্য “তুমি সমিধ আহরণ কর” এই মন্ত্রে সম্বোধিত মাণবককে প্রেরণ করিয়া পুনরায় কহিবেন, “আপোশান কর্ম্ম করিও, দিবাভাগে নিদ্রিত হইও না।” ব্রহ্মচারীও সকল বাক্যে, “বাঢ়ং” শব্দে ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালনে স্বীকার করিবেন। ১৮।

অনন্তর আচারানুসারে ব্রহ্মচারী কৌপীন অর্থাৎ ব্রহ্মচারীবেশ পরিগ্রহ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উদগগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখভাবে উপবেশন করিবেন। মাণবককেও দক্ষিণ জানু পাতিয়া উদগগ্র কুশোপরি আচার্য্যাভিমুখে উপবেশন করিবে। পরে আচার্য্য মাণবককে ত্রিপ্রদক্ষিণবৃতা মুঞ্জমেখলা ধারণ করাইয়া তাহাকে মূলের লিখিত দুইটা মন্ত্র পাঠ করাইবেন অর্থাৎ মাণবক কহিবে, এই প্রত্যক্ষ মেখলা আমাদিগের নিকট আগমন করুন। এই মেখলা সম্বন্ধ প্রলাপাদি হইতে নিবারিত করেন, ইনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ পবিত্র হইলেও অধিকতর পবিত্র করিয়া থাকেন, ইনি প্রাণ ও অপানবায়ুর বলবিধান করিয়া দেন; ইনি পূজ্যা, সর্ব্ব-লোকবাঞ্ছিতা ও ভগিনীর ন্যায়। হে শোভনে মেখলে! তুমি ব্রহ্মচারী সমন্ধীয় মন্ত্রের রক্ষয়িত্রী, তপস্যার বিধাত্রী, রাক্ষসাদি-বিঘ্নবিনাশিনী ও শত্রুকুলের পরাভবকর্ত্রী; তুমি সমন্তাৎ আগমন কর অর্থাৎ বেষ্টন কর। তোমাকে ধারণ করিলে কেহই যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে। ১৯-২০।

অনন্তর আচার্য্য মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাণবককে কৃষ্ণসারাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবেন। পরে মাণবক আচার্য্যের সন্নিহিত হইলে আচার্য্য কহিবেন, "ভো মাণবক! তুমি অধ্যয়ন কর।" তখন মাণবক কহিবে, আপনি আমাকে সাবিত্রী উপদেশ দিউন্।" ২১।

তদনন্তর আচার্য্য উপসন্ন মাধবককে প্রথমে এক পাদ এক পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাদ, তৎপরে সমগ্র সাবিত্রী অধ্যাপন করিবেন। ঐ সমস্ত পদের ঋষ্যাদি একরূপ। ২২।

তৎপরে তিনবার সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। অনন্ত আচার্য্য মহাব্যাহৃতি পৃথক পৃথক করিয়া মাণবককে ওঙ্কার পূর্ব্বিকা, ওঙ্কারান্তা অথবা ওঙ্কারপুটিতা করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন এবং পরে প্রণব ও ব্যাহৃতিসহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যেরূপে অধ্যয়ন করাইতে হয়, তাহা মূলে স্পষ্টীকৃত আছে। তদনন্তর আচার্য্য মাণবককে তৎপরিমিত বিশ্বদণ্ড বা পালাশদণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করা ইবেন যে, "হে শোভনকীর্তে দণ্ড! তুমি যেমন বেদধারণার্থ জ্ঞানাদি দ্বারা লোকে প্রখ্যাতযশাঃ হইয়াছ, আমাকেও সেইরূপ শোভনকীর্ত্তি কর। হে অগ্নে! তুমি যেমন দেবগণমধ্যে বিদিত যশা, সেইরূপ আমিও যেন মনুষ্যমধ্যে শোভনকীর্ত্তি হই। ২৩।

তৎপরে গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" এই বাক্যে মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং লব্ধভিক্ষ হইয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবে। তদনন্তর মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট ভিক্ষা লইয়া "ভবন ভিক্ষাং দেহি" বাক্যে পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী লব্ধভিক্ষ হইয়া "ওঁ স্বস্তি" এই বাক্য বলিবে। পরে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিবে সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। অনন্তর আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহেম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি

দিয়া প্রকৃর কর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বাস দেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে। তদনন্তর যদি পিতাই আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ প্রদান করিবেন। যদি অন্য ব্যক্তি বৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দক্ষিণা দিতে হইবে। ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই দিনান্ত যাবৎ বাগযত হইয়া অবস্থান করিবে। অনন্তর সন্ধ্যা আগত হইলে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখিনামা অগ্নি স্থাপন পূর্বক "ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হবং বহতু প্রজানন" এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক, অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও সমিদ্ধোম করিবে। "মহান জাত-প্রজ্ঞান অগ্নির নিমিত্ত সমিধ্ আহৃত হইয়াছে। হে অগ্নে! তুমি যেমন সমিধ দ্বারা দীপিত হইতেছ, এইরূপ আমি যেন আয়ু, মেধা, তেজঃ, পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণতেজঃ, ধন ও অন্নাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই" এই মন্ত্রে সমিদ্ধোম করিবে। ২৪। তদনন্তর কর্ম্ম শেষোক্তবিধানে পুনরায় অগ্নি পর্য্যুক্ষণ ও দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। পরে যথাযথ মন্ত্রে অগ্নি অভিবাদন ও অগ্নি বিসর্জন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ক্ষারলবণবর্জ্জিত সবৃত চরুশেষ জল দ্বারা অভুক্ষণ করত "হে গণ্ডূষরূপ জল! তুমি পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের শয্যাস্বরূপ" এই মন্ত্রে অপোশান করিবে। ২৫।

এইরূপে অপোশান করিয়া মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলীত্রয়ের ত্রিপর্ব্ব দ্বারা গৃহীত অন্ন দ্বারা "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি। মন্ত্রে পঞ্চ প্রাণাহুতি দিবে। ২৬।

পরে প্রাণাহুতিশেষ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বামহস্তে ভোজনপাত্র ধারণ করত বাগযত হইয়া ভোজন করিবে। ভোজনাবসানে "হে গণ্ডূষরূপ জল! তুমি পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্ট অন্নের আচ্ছাদনস্বরূপ" এই মন্ত্রে পুনরায় আপোশান কর্ম্ম করিবে। ২৭।

এই প্রকারে আপোশান করিয়া আচমন করিতে হয়। এই অগ্নিক্রিয়া সমাবর্ত্তনযাবৎ প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। উক্ত নিয়মেই যাব যাবজ্জীবন ভোজন করিবে।

ইতি উপনয়ন কর্ম্ম সমাপ্ত।

———-

১. প্রকৃত পক্ষে উপনয়নই কৈশোর সংস্কার বলিয়া অভিহিত। এই সংস্কার দ্বারা বিপ্রবালক জ্ঞানশিক্ষার অভিপ্রায়ে শিক্ষাচার্যের নিকটে নীত হইয়া থাকেন। শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণত্রয়ই এই সংস্কারে অধিকারী। সত্য জ্ঞান ও সদাচার প্রাপ্তি অর্থাৎ মানবজীবনের সারাৎসায় পদার্থ লাভই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। আর্যশাস্ত্র সেই বিষয়ের যেরূপ পরিষ্কার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এই সংস্কারের মন্ত্রগুলির তাৎপর্য মনোযোগিতার সহিত দেখিলেই সহজে তাহা উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

২. মতান্তরে পঞ্চম বর্ষেও উপনয়নের বিধি আছে। অর্থাৎ বিপ্রশিশু পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টম বর্ষ হইতে চতুর্বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই সংস্কার অধিকারী।

৩. এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যে স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, গুরু ও শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্যক্ মিলনই শিক্ষাকার্য্যের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান।

৪. শিক্ষাকালে যে মৈথুনরাহিত্য অতীব আবশ্যক, তাহাই স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল; সুতরাং উপনয়ন সংস্কারে কৈশেরবস্থাতেই যে হৃদয়ে মহৎ পবিত্রভাবের অঙ্কুরোদয় হয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

৫. এই মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, এইরূপ করিলে শিষ্যের হৃদয়ে ঈদৃশ জ্ঞানের সঞ্চার হয় যে, আচার্য্যই তাহার পক্ষে জনয়িতা, স্বাস্থ্য সাধক ও পোষণকারীস্বরূপ।

৬. নাভিদেশ–জীবমর্ম্মস্থল।